নতুন ধারার দৈনিক
আমাদেরসময়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষিশিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

প্রকাশ | ১১ ডিসেম্বর ২০১৮, ০০:০০ | আপডেট: ১১ ডিসেম্বর ২০১৮, ০১:৫১

প্রফেসর ড. মো. গিয়াসউদ্দীন মিয়া

আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষিশিক্ষার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ^বিদ্যালয় সময়ের পরিক্রমায় কুড়ি বছরে পদার্পণ করেছে ২২ নভেম্বর। এই বিশ^বিদ্যালয় ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ কলেজ অব এগ্রিকালচার সায়েন্স (বিসিএএস) নামে যাত্রা শুরু করে, যা ১৯৮৩ সালে জাপান সরকারের সহায়তায় ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা ও গবেষণা সুবিধাদির উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার এই কলেজটিকে ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচারে রূপান্তরিত করে কৃষি বিজ্ঞানে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯১ সাল থেকে দেশে উচ্চতর কৃষিশিক্ষায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমি-ত প্রতিষ্ঠানটি এ দেশের সর্বপ্রথম নর্থ-আমেরিকান ট্রাইমেস্টার কোর্স ক্রেডিট শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন করে। স্বতন্ত্র শিক্ষাদান বৈশিষ্ট্য ও ফলপ্রসূ প্রায়োগিক গবেষণার জন্য ইতোমধ্যেই দেশে-বিদেশে এর সুনাম অর্জন করে উচ্চতর কৃষিশিক্ষায় এক অনন্য উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে।

অতি অল্প সময়ে কৃষিক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখায় কৃষকদরদি বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার পূর্বতন শাসনামলে তৎকালীন ইপসার দ্বিতীয় সমাবর্তনে এসে (১৯ জুন ১৯৯৭ সাল) প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন। ১৯৯৮ সালের ২২ নভেম্বর মহান জাতীয় সংসদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি) আইন গেজেট আকারে প্রকাশিত হলে দেশের ১৩তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। শুরু থেকেই কৃষির বিভিন্ন বিষয়ে এমএস ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের পাশাপাশি ২০০৫ সাল থেকে ৪ বছর মেয়াদি বিএস (কৃষি), ২০০৯ সাল থেকে বিএস (ফিশারিজ) এবং ২০১০ সাল থেকে ৫ বছর মেয়াদি ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন এবং ২০১২ সাল থেকে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদের কার্যক্রম শুরু হয়। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিধি শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে গতিশীলতা বাড়িয়ে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, বিশ্বমানের শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি তার মূল কার্যক্রম শিক্ষা, গবেষণা ও বহিরাঙ্গন কর্মসূচিকে সামনে রেখে দৃঢ় সংকল্পে এগিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' দেশের প্রথম ও একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে বছরে তিন টার্ম ও কোর্সক্রেডিট পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে এ যাবৎ অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশের একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে শুরু থেকে অদ্যাবধি একদিনের জন্যও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়নি এবং কোনো সেশনজটের কবলে পড়েনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রম, ছাত্রছাত্রীদের নিরলস অধ্যবসায় এবং স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের আন্তরিক সহযোগিতায় এটি সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ-জাপান-যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যৌথ কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় তৎকালীন ইপসায় নর্থ-আমেরিকান কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতিতে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম প্রণীত হলে সামার ১৯৯১ টার্ম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ¯œাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। মাত্র চারটি শিক্ষা বিভাগ দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে পাঁচটি অনুষদের আওতায় মোট ৩৬টি শিক্ষা বিভাগ চালু রয়েছে, তন্মধ্যে একটি ইউনিটসহ মোট চব্বিশটি বিভাগে ¯œাতকোত্তর প্রোগ্রাম চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামার ২০১৮ পর্যন্ত এসএম পর্যায়ে ১৬৯১ জন ও পিএইচডি পর্যায়ে ৩১৩ জন ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। মোট ২০০৪ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর মধ্যে ৭১ শতাংশ ছাত্র এবং ২৯ শতাংশ ছাত্রী।

বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ক্ষমতাবলে কৃষিক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০০১ সালের ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১ সাল থেকে বগুড়া জেলায় অবস্থিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (আরডিএ) সঙ্গে যৌথভাবে গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর এক বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। বর্তমানে এ প্রোগ্রামটি অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। এ পর্যন্ত তিনটি ব্যাচে মোট ৬৭ জন ছাত্রছাত্রীকে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তার মূল কার্যক্রম শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রকল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালন করে আসছে।

কৃষিশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ^বিদ্যালয়কে বিশ^মানে উন্নীত করা, গবেষণাগারগুলোকে আরও যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা, কৃষির ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন এবং সময়োপযোগী শিক্ষা অনুষদ ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা, ফসলের টেকসই জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিশ^বিদ্যালয় বহিরাঙ্গন কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করা, সর্বোপরি বিশ^বিদ্যালয়কে আধুনিক, গুণগত ও বিশ্বমানের কৃষিশিক্ষার শ্রেষ্ঠ ও অনন্য প্রতিষ্ঠানে রূপদান করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সবার ঐকান্তিক চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

য় প্রফেসর ড. মো. গিয়াসউদ্দীন মিয়া : ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ^বিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@ dainikamadershomoy.com, editor@ dainikamadershomoy.com

---

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি